কালের কণ্ঠ

তারিখ 16 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

দ্রুতই নিয়োগ পাচ্ছেন না প্যানেলভুক্ত শিক্ষকরা

শরীফুল আলম সুমন ▷

প্যানেলভুক্ত ১০ শিক্ষককে নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগ বহাল রাখলেও সহসা নিয়োগ পাচ্ছেন না তাঁরা। কারণ আপিল বিভাগের রায়ের রিভিউয়ের আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এদিকে এ বিষয়ক রিট আবেদনকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্যানেলভুক্ত ৪৯৯ জন শিক্ষক ইতিমধ্যে হাইকোর্ট থেকে তাঁদের পক্ষে রায় পেয়েছেন। আরো প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক রিট করার প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানিয়েছে প্যানেলভুক্ত শিক্ষক ঐক্য পরিষদ।

আপিল বিভাগের রায় রিভিউয়ের আবেদন করবে সরকার

আরো ১০ হাজার শিক্ষকের রিট আবেদনের প্রস্তুতি

আবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পুলভুক্ত ১৫ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ না দেওয়ায় ৫২ জন শিক্ষক রিট আবেদন করেছেন। এটা শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।

সূত্র জানায়, আইনজীবীরা মানবিক কারণে কম 'ফি'তে শিক্ষকদের পক্ষে কাজ করছেন। প্যানেলভুক্ত ২৮ হাজার শিক্ষকের প্রায় সবাই রিট আবেদন করবেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আপিল বিভাগের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

দ্রুতই নিয়োগ পাচ্ছেন না

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

রায়ের ওপর রিভিউ আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। কারণ এই ১০ জনকে নিয়োগ দিলেই বিষয়টির সমাধান হবে না। প্যানেলে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষক রয়েছেন।'

জানা যায়, ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য প্রায় ৪২ হাজার শিক্ষককে প্যানেলভুক্ত করা হয়। সে বছর ১৪ হাজার জনকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিয়োগও দেওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী উপজেলাভিত্তিক শূন্যপদে নিয়োগ না দিয়ে ইউনিয়নভিত্তিক শূন্যপদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে প্যানেলের প্রথম দিকের শিক্ষকেরা নিয়োগ পাননি; অথচ পরের দিকের শিক্ষকরা নিয়োগ পান। ২০১৩ সাল থেকে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারীকরণ শুরু হওয়ায় প্যানেল থেকে নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে প্যানেলভুক্ত বাকি ২৮ হাজার শিক্ষক মানববন্ধন, সমাবেশ করে তাঁদের দাবি জানিয়ে আসছেন।

প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি দেন তাঁরা। তাতেও ফল না হওয়ায় গত বছরের শুরুর দিকে ১০ জন শিক্ষক হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। গত বছরের ১৮ জুন তাঁদের পক্ষে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর মন্ত্রণালয় আপিল করে। গত ৭ মে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে রায় দেন।

রিটকারী ১০ শিক্ষকের আইনজীবী ব্যারিস্টার ইমাম হোসেন তারেক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত খুবই পরিষ্কার। রিভিউ করলেও একই সিদ্ধান্ত থাকবে বলে আমরা আশা করছি।' তিনি বলেন, নিয়োগ বিলম্বিত করার জন্যও এটা করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগে নিয়োগ দিত বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি। এতে অযোগ্যদের নিয়োগ দেওয়ার এবং আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ছিল। সে জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে ৪২ হাজার শিক্ষকের একটি প্যানেল করা হয়। কিছুসংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগও দেওয়া হয়।

নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, যে ১০ জন শিক্ষক আপিল বিভাগের রায় পক্ষে পেয়েছেন তাঁদের নিয়োগ দিতে সমস্যা নেই। তবে তাঁদের নিয়োগ দিলে বাকি ২৭ হাজার ৯১০ জনকেও নিয়োগ দিতে হয়। অন্যরা রিট করলে রায় একই হওয়ার কথা। তখন তাঁদেরও নিয়োগ দিতে হবে। এতে বেশ ঝামেলায় পড়তে হবে বলেই রিভিউ আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্যানেলভুক্ত শিক্ষক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও আপিল বিভাগের রায় পাওয়া ১০ শিক্ষকের একজন মিজানুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২২ হাজার ৯২৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব পদে অনায়াসেই আমাদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব ছিল। আমরা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মান অনুযায়ী নেওয়া লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সেটা করলে নতুন করে নিয়োগের ঝামেলায় যেতে হতো না। কিন্তু সেটা না করে মন্ত্রণালয় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে। সেখানেও আমাদের পক্ষে রায় বহাল রাখা হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর ১০ ডিসেম্বর প্রাক-প্রাথমিকের জন্য ১২ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।